অধ্যক্ষ-গভর্নিং বডির সভাপতির সিন্ডিকেটে অস্থিরতা

এম এইচ রবিন

১১ মে ২০২৩ ১২:০০ এএম | আপডেট: ১১ মে ২০২৩ ০২:২২ এএম

4
Shares

advertisement

সরকারের আদেশে রাজধানীর মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ পদে প্রেষণে নিযুক্ত হয়েছেন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সহযোগী অধ্যাপক (উদ্ভিদবিদ্যা) মো. মাহফুজুর রহমান। দায়িত্ব নেওয়ার এক মাসের মধ্যেই শিক্ষকদের বদলি করা শুরু করেছেন তিনি। এ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তবে অধ্যক্ষ বলছেন, পরিচালনা কমিটির (গভর্নিং বডি) পরামর্শে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কমিটির কয়েক সদস্য বলছেন, এ রকম কোনো পরামর্শ দেওয়া হয়নি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক-কর্মচারীরা জানিয়েছেন, একটি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে সব শিক্ষক-কর্মচারীর সঙ্গে

পরিচিতি সভা করার আগেই বদলির আদেশ জারি করেছেন অধ্যক্ষ মো. মাহফুজুর রহমান। সাধারণ শিক্ষকরা বলছেন, পরিচিত হওয়ার আগেই অধ্যক্ষ কীভাবে বুঝলেন কাকে কোথায় বদলি করতে হবে?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ৩০ মার্চ জারি করা প্রজ্ঞাপনের তথ্যানুযায়ী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অর্থাৎ ওএসডি ছিলেন মো. মাহফুজুর রহমান। সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেও তাকে কোথাও পদায়ন করেনি মাউশি। পূর্বের পদে থাকতে হয়েছে তাকে। পরে তাকে মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

দায়িত্ব নেওয়ার ১৩ দিনের মাথায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির বৈঠকে অভিষেক হয় অধ্যক্ষ মো. মাহফুজুর রহমানের। ওই বৈঠকে তিনি নিজেকে শিক্ষামন্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট হিসেবে উপস্থাপন করেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নিজের বাড়ি চাঁদপুর বলে প্রচার চালান মাহফুজুর রহমান। আর শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির বাড়ি চাঁদপুর হওয়ার সুবাদে 'অধ্যাপক' না হয়েও 'অধ্যক্ষ' পদে বসার সৌভাগ্য হয় তার।

দায়িত্ব নিয়ে গত ২৬ এপ্রিল বদলির প্রথম আদেশ জারি করেন অধ্যক্ষ মো. মাহফুজুর রহমান (যদিও এই আদেশে তার নামের সিল রয়েছে মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান খান হিসেবে)। এদিনের প্রথম আদেশে (স্মারক নং এমএমএসসি/৮১২/২০২৩) বলা হয়েছে, ১৫ এপ্রিল গভর্নিং বডির ১৯তম সভার ৬৬এর ৩(ক) সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুজন শিক্ষককে বদলি করা হয়। এই আদেশে বাসাবো প্রাথমিক শাখা স্কুলের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক মাওলানা মো. রুহুল আমীন-২ কে মূল স্কুলে প্রাথমিকের দিবা শাখায় এবং বাসাবো প্রাথমিক প্রভাতি শাখা স্কুলের সহকারী শিক্ষক অলি উল্লাহ হোসেনকে মূল স্কুলের প্রাথমিকের দিবা শাখায় বদলি করা হয়।

দ্বিতীয় আদেশে (স্মারক নং এমএমএসসি/৮১৩/২০২৩) তিন শিক্ষককে বদলি করতেও গভর্নিং বডির ১৯তম সভার কথা উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, সভার ৬৬-এর ৩(খ) ও (গ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক মূল স্কুলের মাধ্যমিক প্রভাতি শাখা ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা মাহমুদুল হাসানকে মূল স্কুলের দিবা শাখায়, একই শাখা থেকে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা মুহা মোজাম্মেল হোসাইনকে মূল স্কুলের প্রভাতি শাখায় এবং মূল স্কুলের প্রাথমিকের প্রভাতি শাখার সহকারী শিক্ষক মোছা. সাদিয়া আফরিনকে মূল স্কুলের প্রাথমিকের দিবা শাখায় বদলি করা হয়েছে।

এসব বিষয়ে জানতে বুধবার বিকালে অধ্যক্ষ মো. মাহফুজুর রহমানের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে আমাদের সময়। এ সময় তিনি জানান, গত ২ এপ্রিল দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগেই বদলির আদেশ জারি করার বিষয়ে তিনি দাবি করেন পরিচালনা কমিটির নির্দেশনাই পালন করা হয়েছে।

মাহফুজুর রহমান বলেন, 'এখানে (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে) ক্লাসের সমন্বয়ের সমস্যা ছিল। ডে শিফটে ক্লাস হচ্ছিল না। মর্নিং প্রাইমারির দিবা শাখায় ক্লাস হয়নি। এ জন্য শিক্ষকদের বদলি করা হয়, যা আমি শুধু তাদের (গভর্নিং বডির) অদিষ্ট হয়ে করেছি৷ তারা বলছে এটিকে সমন্বয় বলার জন্য।' এ বিষয়ে গভর্নিং বডির সভার রেজ্যুলেশন আছে বলে দাবি করেন তিনি।

তবে পরিচালনা কমিটির একাধিক সদস্য আমাদের সময়কে জানিয়েছেন, শিক্ষক বদলির বিষয় গভর্নিং বডির ১৯তম সভায় কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সভার এজেন্ডায় ছিল শিক্ষক সমন্বয় হবে। অর্থাৎ যে বিষয়ে শিক্ষক নেই, সেখানে শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হবে।

তবে পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবদুল মতিন ভূঁইয়া স্বীকার করেছেন তিনি অধ্যক্ষকে শিক্ষক সমন্বয় করতে বলেছিলেন। আমাদের সময়কে মতিন ভূঁইয়া বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠানে অনেক দিন ধরে ক্লাস হয়নি। এখন উনি (অধ্যক্ষ) ক্লাস ইনশিওর করার চেষ্টা করছেন।' যে বদলি আদেশ জারি করা হয়েছে- তাতে শূন্য জায়গায় কাউকে দেওয়া হয়নি; বরং একই বিষয়ের শিক্ষক প্রভাতি থেকে দিবা আবার দিবা থেকে প্রভাতি শাখায় বদলি করার বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়েছে কিনা, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'একজনকে শুধু সকাল থেকে বিকালে, এবং বিকাল থেকে সকালের শিফটে

আনা হয়েছে।’

তবে ভুক্তভোগীরা মনে করেন শিফট আর ব্রাঞ্চ পরিবর্তনের বদলির আদেশের পেছনে দুরভিসন্ধি আছে। তাদের ভাষ্য, কয়েক মাস পর আবার নিজ নিজ শাখায় ফেরার জন্য শিক্ষকদের ঘুষ লেনদেনে বাধ্য করা হতে পারে। এই বদলির মধ্য দিয়ে সেই ফাঁদ তৈরি করা হয়েছে বলে মনে করেন তারা। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। এতে রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে একাডেমিক ও প্রশাসনিক অস্থিরতা শুরু হয়েছে।

4
Shares